জনাব স্পীকার, বিশেষ করে, ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অতীতে ছিল ভূমি জমিদারের প্রতাপ আর বর্তমানে পানির জমিদারের প্রতাপ চলছে। যার ফলে দরিদ্র কৃষককূল শোষিত হচ্ছে। এদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। গভীর নলকূপের মূল্য ৩৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে ভর্তুকি প্রত্যাহারের মাধ্যমে। সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ এখনো মোট জমির এক তৃতীয়াংশ নয়। তাই কৃষিখাতের উন্নয়ন আমরা এখনো সন্তোষজনক বলতে পারি না।

জনাব স্পীকার, শিল্পখাতে চলছে হতাশা। '৯২ সালে শিল্প প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৪ শতাংশ। কিন্তু পোশাক শিল্পকে বাদ দিলে এটা হয়ত শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে। আর পোশাক শিল্পেও রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। দেশে ঋণ দান ও আদায় পরিস্থিতি উল্লেখ করার মত নয়। এ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও অদক্ষতা সীমাহীন। অপচয়ের হাত থেকে আমরা এখনো আমাদের অর্থনীতিকে মুক্ত করতে পারিনি। বিশেষ করে চোরাচালান আমাদের শিল্পের বিকাশ ও উৎপাদনের পথে একটি বিরাট বাধা। শুধু সীমান্ত পাহারা দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করা যাবে বলে মনে করি না। এদেশের শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে যদি আমাদের প্রতিযোগী দেশের পণ্যের তুলনায় আমাদের পণ্যের দাম কম রাখতে পারি, তাহলেই কেবল চোরাচালান বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধিও আমাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে চলেছে। জ্বালানির এই দুই উৎসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং চুরি বন্ধ ও মূল্য কমানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাজার অর্থনীতির পরিণাম

জনাব স্পীকার, সরকার এখন বাজার অর্থনীতির কথা বলেন। নতুন এই বাজার অর্থনীতি আমাদের অদক্ষ ও অবিকশিত শিল্পের জন্য এক ঘাতক ব্যাধি হিসাবে প্রমাণিত হতে চলেছে। আমরা মনে করি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে আমাদের গোটা শিল্প এবং বাজার বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে আমদানিকে অবাধ করার কথা প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেছেন।

ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৩টি আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের মধ্যে ১০০টিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে আমদানি নিশ্চিতভাবে বেড়ে যাবে। গত দু'বছর বিভিন্ন কারণে আমদানির পরিমাণ তুলনামুলকভাবে কম হলেও এবার তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। রফতানি খাতের অবস্থা আরো হতাশাব্যঞ্জক। পাট, চা, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া প্রভৃতি খাতে রফতানি গড়ে শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। গত অর্থ বছর রফতানি আয়ের যে অংক নিয়ে গর্ব করা হয়েছে তার অর্ধেকটাই এসেছে পোশাক রফতানি বাবদ। আর এখানে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। পোশাক শিল্পের কাঁচামাল তথা বস্ত্র পুরোটাই আমদানি করা হয়। বস্ত্রসহ পোশাক শিল্পের অন্যান্য জিনিস আমদানি বাবদ ব্যয় করা অর্থ যদি বাদ দেয়া হয় তবে এই শিল্পের প্রকৃত আয় ৩ ভাগে নেমে যাবে। দুর্বল রফতানি খাত এবং দুর্বল শিল্প অবকাঠামো

নিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফাঁদে পা দিয়ে দেশ বিদেশের বাজারে পরিণত হবে। দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

জনাব স্পীকার, সরকার এবার বাজেটে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এখনো লক্ষ লক্ষ ভর্তিচ্ছু শিশু স্কুলে পাচ্ছে না। শতকারা ২৫ ভাগ ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। প্রতি বছর এক লাখ দক্ষ জনশক্তিকে কর্মসংস্থান দিয়ে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমরা ৫ হাজার দক্ষ জনশক্তিও সৃষ্টি করতে পারছি না।

সন্ত্রাস আজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে। শিক্ষার মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাস। শিক্ষা ক্ষেত্রে আবশ্যিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার সঠিক ধারায় নিয়ে আসা যাবে না।

জনাব স্পীকার, সরকার দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিত করার কথা বলছেন। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে তা হবে, তার কোন দিক-নির্দেশনা সরকারের নেই। শহরাঞ্চলে প্রাইভেট ক্লিনিক গজিয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলেও যদি এইভাবে প্রাইভেট ক্লিনিকের মাধ্যমে এটা করতে চাওয়া হয়, তাহলে এটা গরীবের জন্য কোন অবস্থাতেই সহজলভ্য হবে না। সে জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, দেশের হোমিও ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও সহজতর করার মাধ্যমে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব ও সহজতর হতে পারে।

পররাষ্ট্র নীতি

মাননীয় স্পীকার, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে জাতিসংঘের নয়টি বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভসহ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ফোরামে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য বস্তুতঃ এর দ্বারা নির্ণয় হয় না।

আমাদের দেখতে হবে দেশীয় পণ্য রফতানি ও বাণিজ্য বিস্তারে, অনুকূল শর্তে বিদেশী পুঁজি আহরণে বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে আমাদের সরকার কী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিদেশে অবস্থিত আমাদের দূতাবাসগুলির প্রতি সরকারের তেমন দৃষ্টি নেই। এসব দূতাবাসের ব্যাপারে সরকারের যেমন কোন দিক-নির্দেশনা নেই, তেমনি দূতাবাসগুলির কার্যক্রম তদারকের কোন ব্যবস্থা নেই।

জনাব স্পীকার, যে সমস্ত অবাঙালী পাকিস্তানে অপশন দিয়েছিল, দীর্ঘ ২২ বছর ধরে তারা বাংলাদেশে আটকে আছে। তৃতীয় পক্ষ হিসাবে রাবেতা আলম ইসলামী Involve হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান কেন তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে পারল না? এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৎপর হয়ে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করতেও আমরা সফলতার পরিচয় দিতে পারিনি।